গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

গত ৩০.০৫.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী

গত ৩০.০৫.২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির একটি সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় তথ্যমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, মহাপরিচালক ডি জি এফ আই, মহাপরিচালক এনএসআইসহ সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সচিব, সচিববৃন্দ এবং প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

২। সভার শুরুতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব এই কমিটির ২১.০৪.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত গত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সর্বশেষ কোভিড পরিস্থিতি তুলে ধরেন। কোভিড-১৯ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা সুবিধা বর্তমানে সম্প্রসারিত হয়ে ৪৯টি পরীক্ষাগারে প্রতিদিন প্রায় দশ হাজার পরীক্ষা সম্ভব হচ্ছে বলে তিনি জানান। এছাড়া কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে, বেসরকারি হাসপাতালকে এই সেবাদান কার্যক্রমে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৩। পোষাক শিল্পসহ অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের জন্য BGMEA কর্তৃক প্রতিশ্রুত কোভিড পরীক্ষা সুবিধা, আইসোলেশন সেন্টার এবং হাসপাতাল সুবিধা এখনও চালু করা হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। সরকারি ছুটি (বন্ধ) শেষ হবার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করা, অপ্রয়োজনীয় Test বন্ধ করার জন্য Case definition অনুযায়ী test করা, প্রাইভেট হাসপাতালগুলিকে কোভিড চিকিৎসায় যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট করা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ে কমিটির দিক নির্দেশনা কামনা করেন।

৪। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে জানান বর্তমানে কোভিড সংক্রমণ উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে ফলে মে মাসের শুরুতে যে সংক্রমণের সংখ্যা ছিল তা এক মাসের ব্যবধানে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সারাদেশে সংক্রমণের মোট সংখ্যার ৮৫% হচ্ছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর এলাকায়। ফলে এই শহরগুলির সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা অতিগুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান এসব বিষয়ে আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং শহর এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কোভিড মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন।

৫। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিধি পালন নিশ্চিত করা খুবই জরুরি, এজন্য প্রত্যেকের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মাস্ক ব্যবহার না করার শাস্তি উল্লেখ করে সার্কুলার জারী করতে হবে। পুলিশ,

র‍্যাব ও আনসার বাহিনীর হাজার হাজার সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং কোভিড চিকিৎসায় টেলিমেডিসিন সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য তিনি তাগিদ দেন।

৬। মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ঘরে বসে চিকিৎসার জন্য প্রটোকল তৈরী করে তা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ও গণমাধ্যমে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা আরও বৃদ্ধির সুপারিশ করেন, সরকারি হাসপাতালের মত বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের বীমা সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করেন। BGMEA পোষাক শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিশ্রুত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

৭। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বাংলাদেশী কিছু নাগরিকের কোভিড পরীক্ষা করে Negative Report সহ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেরণ করা হয়, সেখানে গমনের পর Test এ কয়েকজনের positive এসেছে ফলে এসব দেশে বাংলাদেশের নাগরিকদের গ্রহণে নেতিবাচক মনোভাব তৈরী হয়েছে। তিনি কোভিড পরীক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দেন। এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে চীনা চিকিৎসক দল আগামী ৮ জুন থেকে ১৫ দিনের জন্য বাংলাদেশ সফর করবে বলে তিনি জানান।

৮। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জানান মাস্ক ব্যবহার আবশ্যিক করতে হবে। প্রাইভেট হাসপাতালগুলিতে কোভিড রোগীদের চিকিৎসা প্রদানে বাধ্য করতে হবে। প্রাইভেট হাসপাতালগুলিকে চিকিৎসা প্রদনের জন্য কোভিড পরীক্ষার সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং BGMEA কে শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা চালুর জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

৯। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ঘরের বাইরে বের হবার ক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করেন এবং স্বল্পমূল্যে মাস্ক available করা ও মাস্ক ব্যবহার না করলে সংক্রামক ব্যধি আইনে শাস্তির ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি একটি dedicated TV Channel এর মাধ্যমে কোভিড বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাব করেন।

১০। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কোভিড মোকাবেলায় সম্মিলিত ও সমন্বিতভাবে কাজ করার অনুরোধ জনান।

১১।দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জানান বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও এসোসিয়েশন আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলি হাসপাতালে কোভিড রোগী চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু করতে পারবে।

১২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে কোভিড মোকাবেলায় এই মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে মর্মে জানান। National Data Analytic Task Force এ অনেক তরুণ বিশেষজ্ঞগণ কাজ করছেন। যারা Testing, Tracing ও Tracking এ যথাযথ পরামর্শ ও সহায়তা দিতে পারবে।

১৩। জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জানান চট্টগ্রাম জেলায় ICU এবং Ventilator এবং চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। তিনি স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের অধীন কর্মরত চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবায় সংশ্লিষ্ট করার অনুরোধ করেন এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করার প্রস্তাব করেন।

১৪। মহাপুলিশ পরিদর্শক Non-Covid রোগীদের ভোগান্তি উল্লেখ করে তাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। তিনি IEDCR থেকে কোভিড আক্রান্তদের পূর্ণ ঠিকানাসহ তালিকা প্রদানের অনুরোধ করেন যেন পুলিশ আক্রান্তদের বসত এলাকায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। তিনি পুলিশকে শাস্তি/জরিমানা করার ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব করেন।

১৫। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের তথ্য গণমাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে ভীতি দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। কোয়ারাইন্টাইনের জন্য কোয়ারাইন্টন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হতে পারে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন এবং কোস্টাল এলাকায় প্রয়োজনে নৌবাহিনীর সহায়তায় Ship Hospital চালু করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।

১৬। NSI মহাপরিচালক সভায় জানান যে, ফেস মাস্ক না পরার দন্ড সুষ্ঠ হতে হবে। প্রাইভেট হাসপাতালকে একটা সময় দেয় অবশ্যই কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য On Board করতে হবে। COVID Testing সুবিধা সম্প্রসারন এবং বেসরকারিখাতকে ও Test করার অনুমোদন দিতে হবে। Volunteer সেবা গ্রহণ করে Online সেবায় সুবিধা বাড়ানো যেতে পারে।

১৭। DGFI এর মহাপরিচালক জানান সংক্রমণ উর্দ্ধমূখী থাকা অবস্থায় অফিস আদালত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ায় নতুন যে চ্যালেঞ্জ তৈরী হয়েছে তা মোকাবেলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য শহরগুলিকে সংক্রমণের হারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জোনে ভাগ করে স্থানীয় প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্কুলারে উল্লিখিত বিষয়টি তিনি স্পষ্টীকরণের অনুরোধ জানান।

১৮। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান কোভিড হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের জন্য হোটেল ভাড়া করা হয়েছে যা ব্যয় বহুল এবং বর্তমান প্রটোকল অনুসারে একজন চিকিৎসক মাসে মাত্র এক সপ্তাহ কাজ করছেন যা বাস্তব সম্মত নয়।

১৯। স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব জানান বর্তমানে ঢাকা মহানগরে কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৬০০০ শয্যা রয়েছে, যেখানে ৪০০০ রোগী ভর্তি রয়েছেন। তিনি রোগীদের অক্সিজেন প্রদানের সুবিধার্থে High level Nasal Cannula Oxygen Device সরবরাহের অনুরোধ করেন।

২০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্যসচিব কোভিড হাসপাতালের চিকিৎসকদের জন্য হোটেলের পরিবর্তে সরকারি ট্রেনিং সেন্টারের হোটেল/আবাসিক সুবিধা ব্যবহার করা যায় কিনা তা পরীক্ষার পরামর্শ দেন।

২১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে কোভিড চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং চিকিৎসক নার্সদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

২২। সভার শেষাংশে a2I এর পলিসি এডভাইজার জনাব আনীর চৌধুরী Data Analytic Task Force এর তৈরী Zonning Exercise এর উপর একটি PPT উপস্থাপন করেন। এটি সারাদেশে এবং স্থানীয়ভাবে শহরের মধ্যে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যার ভিত্তিতে লাল, কমলা ও সবুজ জোনে বিভক্ত করবে ফলে যার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা লাগসই করা যাবে।

২৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১) সারাদেশে ঘরের বাহিরে প্রত্যেক নাগরিকের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য স্বল্পমূল্যে মাস্ক available করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২) মাস্ক ব্যবহার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি ভংগ করার জন্য শাস্তির বিধান উল্লেখ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল আইন ২০১৮ এর অধীনে) আদেশ জারী করবে।

৩) মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য গণপরিবহণ, বাজার, অফিস আদালতসহ সকল স্থানের জন্য যে স্বাস্থ্যবিধি জারী করা হয়েছে তা প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

৪) কোভিড এবং নন-কোভিড রোগীর চিকিৎসা প্রদানে বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) কোভিড পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হবে এবং পরীক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে।

৬) পোষাক শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবার (কোভিড পরীক্ষা, আইসোলেশন সেন্টার ও হাসপাতালের) ব্যবস্থা করার জন্য BGMEA. BKMEA কে জোর তাগিদ দিতে হবে।

৭) কোভিড চিকিৎসার জন্য যে Zonning Exercise করা হচ্ছে তা সংশ্লিষ্টদের সহায়তায় চূড়ান্ত করে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

২৪। সভাপতি মহোদয় অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০৪/০৬/২০২০খ্রি.
(জাহিদ মালেক এমপি)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৬.২০১৫(অংশ)- ৪৪২/১(৫৬) তারিখ: ১১.০৬.২০২০খ্রি.

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, আইসিটি বিভাগ, ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১১. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন।
১৪. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
১৫. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২০. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২২. মহাপরিচালক, ডিজিএফআই।
২৩. মহাপরিচালক, এনএসআই, ঢাকা।
২৪. ভিসি, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।
২৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা।

১১/০৬/২০২০

(ড. বিলকিস বেগম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫৬৯৮৯

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩. সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। (কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রচারসহ ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের অনুরোধসহ)।